তৃণমূল পরিচালিত সর্বোদয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অর্থ উপসমিতিতে আলোচনা ছাড়াই সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর টেন্ডার

নিজস্ব সংবাদদাতা, সর্বোদয়: অর্থ উপসমিতিতে আলোচনা না করেই তৃণমূল পরিচালিত সর্বোদয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর টেন্ডার ডাকার অভিযোগ উঠল। বিরোধীদের অভিযোগ, ২৩ লক্ষ টাকার এই কাজের টেন্ডার পাইয়ে দিতে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতি হয়েছে। তাই আলোচনা ছাড়াই টেন্ডার করা হয়েছে। এই বিষয়ে এগরা-২ ব্লকের বিডিও এবং এগরা মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বিরোধীরা। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ জানার পরেই টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন সর্বোদয়ের পঞ্চায়েত প্রধান।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ ব্লকের সর্বোদয় পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। এই পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা প্রদ্যোৎ মাইতি জানিয়েছেন, জেনারেল মিটিং-এ আলোচনা হয়, গরমকালে জলের সমস্যা মেটাতে পঞ্চায়েতের কিছু এলাকায় সাব মার্শেবল পাম্প বসানো হবে। এরপরে এই নিয়ে অর্থ উপসমিতিতে কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়াই তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর জন্য গত শুক্রবার নোটিশ জারি করে। সোমবারের মধ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় ১১টি সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর জন্য ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রদ্যোৎবাবুর অভিযোগ, অর্থ উপসমিতির সকল সদস্য ও বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে পঞ্চায়েতের ক্ষমতাসীনরা এই ঘটনা ঘটায়। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, এই নোটিশ

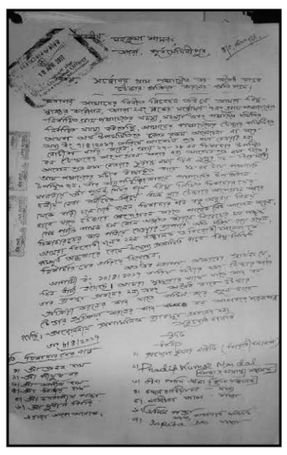

দেখে সোমবার টেন্ডারপত্র জমা দিতে আসা কিছু ঠিকাদারকে টেন্ডার জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করেছে, সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর প্রক্রিয়াকে ঘিরে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ করেছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। জানিয়েছেন এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে এগরা-২ ব্লকের বিডিও এবং এগরার মহকুমা শাসকের কাছে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন বলেও তিনি জানান। জানা গেছে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা বিরোধীদের এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও বিরোধীদের তোলা অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেছেন সর্বোদয় পঞ্চায়েতের প্রধান হেনা দাস। গ্রাম প্রধান জানিয়েছেন, সাধারণ সভায় পঞ্চায়েত এলাকার কোথায় ক'টা সাব মার্সিবল পাম্প বসানো হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তাই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। হেনা দাস দাবি করেছেন, পঞ্চায়েতে সেক্রেটারি অর্থ উপসমিতির বৈঠক না ডাকায় এই বিপত্তি। তিনি দাবি করেছেন, সাব মার্সিবল পাম্প বসানো নিয়ে কোনও ধরনের দুর্নীতি কিংবা স্বজন পোষণ হয়নি। তাই বিরোধীদের থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরেই টেন্ডার প্রক্রিয়াকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বোদয় পঞ্চায়েতের তৃণমূলি গ্রামপ্রধান হেনা দাস বলেন, এরপরে অর্থ উপসমিতিতে আলোচনা করেই সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর টেন্ডার ডাকা হবে। গ্রামপ্রধান জানিয়েছেন, সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বিরোধীদের পায়ের তলার রাজনৈতিক মাটি নেই। তাই যে কোনও ঘটনার সঙ্গে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ জুড়ে দিয়ে মানুষের কাছে তৃণমূলকে ছোট করার চক্রান্ত করেছে।

নির্মীয়মাণ বাস ডিপোতে মদের আসর, প্রতিবাদী যুবককে মার দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্প শহর হলদিয়ায় ফের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। এবার সরকারি বাস ডিপোর মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চালানোর প্রতিবাদ করায় এক যুবককে রাস্তার ফেলে বেধড়ক মারধর করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত সহ বাকিরা পলাতক।

সোমবার রাতে শিল্প শহরের ১৬নং ওয়ার্ডের ভবানীপুর হলদিয়া মিলন হাইস্কুলের কাছে নির্মীয়মাণ সরকারি বাস ডিপোর মধ্যেই অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত হন শেখ মফিজুল নামের এক যুবক। জানা গেছে, স্থানীয় অধিবাসী আইজুল রহমান নামে এক ব্যক্তি সেই বাস ডিপোর মধ্যে পান-বিড়ির দোকান করে উপার্জনের আশায় অস্থায়ীভাবে কিছুটা এলাকা ঘিরে একটা ছাউনি তৈরি করেছেন।

অভিযোগ, সোমবার রাতে সেই অস্থায়ী ছাউনির নিচে বসে স্থানীয় শেখ আবদুলের নেতৃত্বে পাঁচ-ছয়জন যুবক মদ ও গাঁজার আসর বসিয়েছিল। আরও জানা গেছে, এই ঘটনার খবর পেয়ে এক আত্মীয় মফিজুলের মোটর সাইকেলে বসে ঘটনাস্থলে যান। আইজুল রহমান তার অস্থায়ী ছাউনির ভেতরে বসে মদ পান না করার অনুরোধ জানান। অভিযোগ, শেখ আবদুলরা উল্টে আইজুল রহমানকে অশ্রাব্য গালাগালি করে। তখনই এর প্রতিবাদ করেন শেখ মফিজুল। এরপরেই শেখ আবদুলের নেতৃত্বে বাকি দুষ্কৃতীরা শেখ মফিজুলকে মারধর শুরু করে। প্রহৃত যুবক শেখ মফিজুল জানিয়েছেন, সরকারি নির্মীয়মাণ বাস ডিপোর মধ্যে এভাবে মদ- গাঁজার আসর না বসানোর জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাই। শেখ মফিজুল আরও জানিয়েছেন, তার আত্মীয় আইজুল রহমানের স্বপ্ন এই দোকান থেকে উপার্জন করে তাঁর সংসার চালাবেন। তাই সেই দোকান ও বাস ডিপোতে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে অভিযুক্তরা। এর প্রতিবাদ করতেই তাকে রাস্তায় ফেলে ব্যাপক মারধর করা হয়। এই ঘটনায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হওয়ায় স্থানীয়রা দৌড়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা প্রহৃত যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। জানা গেছে, অভিযুক্তদের মধ্যে শেখ আওরোজ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শিল্প শহরে অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে পুলিশকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার দাবি তুলেছেন এলাকার অধিবাসীরা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশে খেজুরীতে বিবেকানন্দ চাইল্ড কেয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরী: এলাকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্যে খেজুরী-১ ব্লকের কামারদা পঞ্চায়েতের দেউলপোতায় বিবেকানন্দ চাইল্ড কেয়ার ফান্ড গঠন করল দেউলপোতা গ্রাম্য গোষ্ঠী। সোমবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ চাইল্ড কেয়ার ফান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক রণজিৎ মণ্ডল। দেউলপোতা গ্রাম্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে বাসন্তী পুজো উপলক্ষে গত রবিবার থেকে মেলা ও সংহতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ক ছাড়াও রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি, সমাজসেবী কনিষ্ক পণ্ডা, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড: হরিপদ মাইতি, পঞ্চায়েত সদস্য রাজকুমার সামন্ত, বিশ্বনাথ মালিক, স্বপন মাইতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দেউলপোতা গ্রাম্য গোষ্ঠীর সভাপতি তথা কামারদা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল পাত্র জানিয়েছেন, বাসন্তী পুজো উপলক্ষে মেলা ও সংহতি উৎসবকে ঘিরে গত কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি বিবেকানন্দ চাইল্ড কেয়ার ফান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।এলাকার ছেলেমেয়েদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দেউলপোতা গ্রাম্য গোষ্ঠীর প্রশংসা করেন খেজুরীর বিধায়ক রণজিৎ মণ্ডল, রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি সহ সকল অতিথি। সোমবার সমাপ্তি দিবসের রাতের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলা সিনেমার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাত অবধি মেলা চত্বরে মানুষের উপস্থিতি নজরকাড়া ছিল বলে জানিয়েছেন দেউলপোতা গ্রাম্য গোষ্ঠীর সম্পাদক তনুজ বেরা।

বাসুদেবপুর সমবায় তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসুদেবপুর: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটি দখল করল তৃণমূল। পরিচালন কমিটির সবকটি আসনেই জয়ী হয়েছে তৃণমূলের প্রার্থীরা। রবিবার নির্বাচন হয়। জানা গেছে,বাসুদেবপুর সমবায় সমিতির মোট ভোটার ৭১৯ জন। ভোট দান করে ৪৭০ জন। নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীরা হলেন প্রিয়ব্রত রায়, পরমেশ্বর মহাপাত্র, সুধীর জানা, সুশীল রাউল, রামশংকর চন্দ ও তথাগত মাইতি। নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধীদের লাগাতার কুৎসা-অপপ্রচারের পরেও ভোটাররা তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করায় তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস ও এগরা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পার্থসারথি দাস।

পটাশপুরে বিদ্যালয়ের গেট ভেঙে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের একটা বিদ্যালয়ে ছ লক্ষ টাকার লোভে রাতের অন্ধকারে অভিযান চালিয়েও নিরাশ হয়ে ফিরতে হল দুষ্কৃতীদের। বিদ্যালয়ের দরজা ও চার-পাঁচটা আলমারি ভেঙে মাত্র ৬-৭ হাজার টাকা নিয়ে নিয়ে ফিরতে হল নিশিকুটুম্বের দলকে। মঙ্গলবার সকালে পটাশপুরের হারুচরণ বিদ্যাপীঠের দরজা ভাঙা, বিদ্যালয়ের অফিসঘর হাট করে খোলা দেখে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মোসেফ আলি খানকে ও পটাশপুর থানায় ফোন করে জানান। পটাশপুর থেকে নির্বাচিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মৃণালকান্তি দাস জানিয়েছেন, সোমবার বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ একটি ঋণের ৬ লক্ষ টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। দুষ্কৃতীরা কোনওভাবে এই ঘটনাটি জানতে পারে। মৃণালকান্তি দাসের দাবি, সেই টাকা বিদ্যালয়ের কোনও আলমারিতে আছে এই সন্দেহে সোমবার রাতে বিদ্যালয়ে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। অফিসঘরের সমস্ত আলমারির লক ভেঙে তন্নতন্ন করে টাকা খোঁজে। না পেয়ে রাগে অফিস ঘরের সমস্ত সামগ্রী এলোমেলো করে পালিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মোসেফ আলি খান জানিয়েছেন, সোমবার বিকালে এই টাকা হাতে আসার পরেই ব্যাঙ্কে গিয়ে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছিলাম। নিশিকুটুম্বরা কোনওভাবে জেনেছিল টাকা বিদ্যালয়ে রেখে গিয়েছিলাম। পটাশপর থানায় অভিযোগ দায়ের করি। দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয়ের আলমারিতে রাখা ৬-৭ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধর, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া: বিজেপির সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি তথা সাংসদ পুনম মহাজনকে সংবর্ধনা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে খোকন রুইদাস নামে একজন বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। আজ বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পাঁশকুড়ার রাতুলিয়াতে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই বলে জানানো হয়েছে। বিকেলে সাংসদ তথা বিজেপি-র সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি পুনম মহাজন দলীয় কাজে কলকাতা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে যাচ্ছিলেন। সেই খবর পেয়ে পাঁশকুড়ার রাতুলিয়াতে বিজেপি কর্মীরা সাংসদকে সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে খোকন নামে একজনকে একা পেয়ে তৃণমূল কর্মী শেখ শাহজাহান সাহা ও মুজিবর সাহা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মীর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। খোকনকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়।

একই রাতে বিভিন্ন স্কুলে চুরি দাসপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর: দাসপুরে একই রাতে একাধিক স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটল। সূত্রের খবর, দাসপুরের নাড়াজোল ২ নং চক্রের তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরির ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাত্রে। রামগড় ও দুবরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের সমস্ত চাল চুরি হয়ে গেছে বলে জানা যায়। হোসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুবরাজপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা ভেঙে বেশকিছু অসাবাবপত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে। রামগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লীনা মাইতি জানান, ১১ তারিখ সকালে বিদ্যালয়ে এসে তারা চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন। ঘটনা সম্পর্কে দাসপুর থানায় অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। একই দিনে একাধিক স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে দাসপুর জুড়ে।

খুচরো নিয়ে জেরবার, রাস্তায় খুচরো ফেলে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা: ক্রেতারা নিতে বাধ্য করছে আর বড় ব্যবসায়ী থেকে ব্যাঙ্ক খুচরো নিতে অস্বীকার করছে। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাস্তায় খুচরো ফেলে বিক্ষোভ দেখল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা শহরের ছোট ব্যবসায়ীরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই বিক্ষোভ চলে। পরে এগরা পুরসভার পুর প্রধান শংকর বেরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়ায় বিক্ষোভ তুলে নেন ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে এগরা পুর এলাকার পটলাইকা পুকুরের কাছে স্থানীয় ১০-১২ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রাস্তার উপরে প্রায় হাজার ৫০ টাকার খুচরো ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আন্দোলনকারী ছোট ব্যবসায়ী বলরাম জানা, নান্টু জানারা জানিয়েছেন, ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গেলে নোটের সঙ্গে খুচরো নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ক্রেতারাও খুচরো ধরাচ্ছেন। ব্যবসার জন্য বাধ্য হয়ে খুচরো নিতে হচ্ছে।

এই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এলাকার বড় ব্যবসায়ী কিংবা ব্যাঙ্কগুলো তাদের কাছ থেকে খুচরো নিতে রাজি হচ্ছে না। এর ফলে বাড়িতে, দোকান, হাজার হাজার টাকার খুচরো পড়ে থাকছে। এই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এর ফলে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ করেছেন, এই বিষয়ে বহুবার স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের কাছে মৌখিকভাবে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরলেও কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই এর প্রতিবাদে এদিন তাঁরা রাস্তায় খুচরো টাকা ছড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। জানা গেছে, এলাকার ছোট ব্যবসায়ীদের এই অভিনব আন্দোলনের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এগরার পুর প্রধান শংকর বেরা। তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আশ্বাস দিয়েছেন আগামীকাল থেকে এগরা পুরসভার পক্ষ থেকে শহরে মাইকিং করে সকল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাকে খুচরো নিতে নির্দেশ দেওয়া হবে। পুর প্রধানের এই নির্দেশ পাওয়ার পরেই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা।

'নিচু জাত' তাই মানসিক নির্যাতন প্রধান শিক্ষিকার উপর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড়: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে গত মাসেই নিচু জাতি হওয়ায় গ্রাম শুদ্ধ এলাকাবাসীকে এক ঘরে করার অভিযোগ উঠেছিল মোড়লদের উপর। এবার জেলার ডেবরা ব্লকের কুঙরপুর গ্রামের কুঙরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লোধা সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার কারণে তার উপর মানসিক নির্যাতন করার অভিযাগ উঠল গ্রামের মাতব্বরদের উপর। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছে, পুষ্প ভক্তা কোটাল। পুষ্প দেবী সহ এই স্কুলে মোট ৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রী মোট ১৬ জন। সেদিক থেকে ঝঞ্ঝাটহীন স্কুল হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা অন্য।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে এলাকার মাতব্বরদের বচসা লেগেই থাকে। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ, তিনি নিচু জাত হওয়ায় তাকে প্রতি পদে এসে গ্রামের মাতব্বররা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রীতা মাইতি, গ্রাম কমিটির সদস্য গোপীনাথ বেরা, স্থানীয় প্রাক্তন এক শিক্ষক প্রদীপ জানা। যাদের নামে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ পাঠিয়েছেন এই শিক্ষিকা। শুধু তাই নয়, গত ২২ মার্চ ডেবরা

থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছেন এই শিক্ষিকা। আর এই অভিযোগ জানানোর জন্য গত ২৫ মার্চ স্কুলে এই শিক্ষিকাকে ঘেরাও করে বলে অভিযোগ। তারপর থেকে আতঙ্কে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছেন ওই শিক্ষিকা। শিক্ষা দফতরের কাছে এ নিয়ে তিনি লিখিত আকারে জানিয়ে বদলির আবেদন করেছেন। ভারী ভারী চোখে এই শিক্ষিকার আক্ষেপ, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও তাকে এই লোধা হওয়ার জন্য বিদ্রুপ সইতে হয় তারা জাতিগত অভিযোগ না মানলেও শিক্ষিকার সঙ্গে গন্ডগোলের কথা মেনেছেন। অভিযুক্তদের পাল্টা দাবি, শিক্ষিকা স্কুলে নানান অনিয়ম চালান। অন্যদিকে শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি দু'পক্ষকেই তলব করেছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ।

পচা আলু ছড়িয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা: অঙ্গনওয়াড়িতে পচা আলু সরবরাহ করার জন্য আইসিডিএস অফিসে বিক্ষোভ ও রাস্তায় পচা আলু ছড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোর পর তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক অফিসে এলাকার মানুষজনেরা গোটা ব্লক অফিসে পচা আলু ছড়িয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর তমলুক থানার পুলিশ বিক্ষোভ কারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। বিক্ষোভকারীরা বিডিও, সভাপতিদের সহ সভাপতি সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রতিবাদকারীদের সন্তোষজনক আশ্বাস দিলে বিডিও অফিসে আগের নিয়মে কাজ শুরু হয়।

শহিদ মাতঙ্গিনী সমিতির সহ সভাপতি বামদেব গুছাইত বলেন, স্কুলে স্কুলে আলু পাঠানো এটা সরকারি ঘোষণা। কিছু বস্তার আলুর পচন ধরতেই পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যতগুলো আলু নষ্ট হবে ততপরিমাণই পুনরায় পাল্টানো হবে। কয়েকদিনের মধ্যে ব্লকের সমস্ত প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনার করা হবে। সেখানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে।